ঝিনাইদহে জমি বিক্রয়ের পাওনা টাকা উদ্ধারে ভুক্তভোগীর সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে জমি বিক্রয়ের পাওনা টাকা উদ্ধারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মহেশপুর উপজেলার পূর্বপুরন্দপুর গ্রামের জিয়া উদ্দীন খানের পুত্র কে.এম সালাহ উদ্দীন। মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি অভিযোগ করেন, তার শাশুড়ি শাহানুর নেছাসহ কালিগঞ্জ উপজেলার দাদপুর মৌজার ২৪০ আর এস খতিয়ানভূক্ত ২১১ শতক জমি পঁচিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচ শত পচাত্তর টাকায় বিক্রি করেন একই গ্রামের আফসার আলীর ছেলে মজনুর রহমান, মহর শেখের ছেলে জহির শেখ এবং যশোরের চৌগাছা উপজেলার সরূপপুর গ্রামের নূর আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাকের কাছে। জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ক্রেতারা তাদের নগদ ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকি টাকা ১১ লাখ ৮৫ হাজার টাকার জন্য চেক প্রদাণ করেন। চেক নং ৬৯০৬১২৬, হিসাব নং-১২২৮৪ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কোটচাঁদপুর শাখা-ঝিনাইদহ।

এদিকে জমি রেজিষ্ট্রি হওয়ার পর চেক ফেরৎ নিয়ে টাকা না দিতে নানা ফন্দি আটে প্রতারক মজনু। গত ৫ অক্টোবর চেক ফেরত দিয়ে টাকা নেওয়ার জন্য সালাহ উদ্দিনকে বাড়িতে ডাকে মজনু। সেখানে টাকা না দিয়ে চেক ছিনিয়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলে মজনু ও তার ছেলে পুলিশ সদস্য মিজান। ১১ লাখ ৮৫ হাজার টাকার স্থলে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয়। বাকি টাকার জন্য চেক চাইলে সালাহ উদ্দিন ও তার সাথে যাওয়া তার পরিবারের লোকজনকে হত্যার হুমকি দেয়। বিষয়টি নিয়ে বিচার চাইতে সালাহউদ্দিন কালীগঞ্জ থানায় অভিযোগ করে। অভিযোগ করার পর থেকে মিজান ও তার লোকজন মোবাইলে বিভিন্ন প্রকার হুমকি দেওয়া শুরু করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের পাওনা টাকা উদ্ধারের জন্য পুলিশ সুপারের কাছে গিয়েছি। কিন্তু পাওনা টাকা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হয়নি। তিনি পাওনা টাকা উদ্ধার এবং শিশু সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা দাবী করে জেলা প্রশাসকসহ

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভূক্তভোগী শাহানুর নেছা এবং ইদ্রিস আলী, মেহেনুর নেছা, সুমাইয়া ইসলা, তমা খাতুন প্রমূখ। এ বিষয়ে মজনুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দামুড়হুদায় ২দিন ব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা শুরু

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ২দিন ব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা-২০২১ ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান বিষয়ক উপস্থিত অনুষ্ঠিত।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ২ দিন ব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা-২০২১ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার।

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আবিস্কৃত বা উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বিভিন্ন স্টল সকলকে আকর্ষিত করে। এসময় সকল স্টল পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, আব্দুল ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার মশিউর রহমান, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও সুধী মহলের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার প্রদর্শন অংশগ্রহণে ছিলো ১২টি স্টল–মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) দর্শনা।

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ (জুনিয়র গ্রুপ)

দামুড়হুদা। আব্দুল ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজ (সিনিয়র গ্রুপ) দামুড়হুদা। কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজে (সিনিয়র গ্রুপ) কার্পাসডাঙ্গা। কুড়ুলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) কুড়ুলগাছি।

দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাইস্কুল (জুনিয়র গ্রুপ) দামুড়হুদা। দামুড়হুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ব্রাক) (জুনিয়র গ্রুপ) দামুড়হুদা। কেরুজ উচ্চ বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) দর্শনা।

মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) মদনা। কলাবাড়ী-রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) কলাবাড়ী। দর্শনা সরকারি কলেজ (সিনিয়র গ্রুপ) দর্শনা। দর্শনা ডিএস ফাযিল মাদ্রাসা (সিনিয়র গ্রুপ) দর্শনা।

ঝিনাইদহে লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

তীব্র শীতে একটু উষ্ণতা দিতে ঝিনাইদহে লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গত সোমবার বিকেলে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন লেডিস ক্লাবের সভাপতি জেলা প্রশাসক পতী রাফিজা সুলতানা আন্না, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সংগঠনের সহ-সভাপতি সালমা সেলিম, এনডিসি ও সাধারন সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা, সদস্য মার্জিয়া মোর্শেদ বিনতী, সেলিনা রহমান, ইশরাত জাহান, উম্মে হাবিবা, হোসনে আরা প্রমুখ।

সেসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৪’শ অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। শীতে কম্বল পেয়ে খুশি অসহায় পরিবারগুলো।

স্ত্রীর মরদেহ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ফেরার পথে প্রাণ গেল স্বামী-ছেলেসহ ৩ জনের

উন্নত চিকিৎসার জন্য অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঢাকা পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয় স্ত্রীর। তার মরদেহ নিয়ে ওই অ্যাম্বুলেন্সেই ফিরছিলেন স্বামীসহ পাঁচজন। ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় স্বামী, ছেলেসহ অ্যাম্বুলেন্সের হেলপার।

গত সোমবার ভোর ৬টার দিকে মানিকগঞ্জের গোলড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘটেছে এ দুর্ঘটনা। এ সময় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। তারা সবাই চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে স্বামী-স্ত্রী ও ছেলের জানাজা শেষে পারিবারিক করবস্থানে মরদেহ পাশাপাশি দাফন করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

নিহতরা হলেন-চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের মজারপোতা গ্রামের মৃত দীন মোহাম্মদ মন্ডলের ছেলে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম রসুল (৭৫), তার ছেলে গোলাম সোহরাব শিপলু
(৪৫) ও অ্যাম্বুলেন্সের হেলপার।

চুয়াডাঙ্গা শহরের দক্ষিণ হাসপাতালপাড়ার আব্দুল আজিজ মোহাম্মদ পুটের ছেলে শাহাবুল (২০)। এছাড়া দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন গোলাম রসুলের মেয়ে বিথি খাতুন (৪০) ও চুয়াডাঙ্গা শহরের গুলশানপাড়ার ইসমাইল হোসেনের ছেলে অ্যাম্বুলেন্সচালক সাইফুল ইসলাম (২৪)।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার মজারপোতা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম রসুলের স্ত্রী হাজেরা খাতুন (৬৫) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। রোববার (২৬ ডিসেম্বর) দামুড়হুদার চিৎলা নিউ ডিজিটাল ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়।

সেখান থেকে হাজেরা খাতুনকে চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক। রোববার রাতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এলাকার নিরাময় ক্লিনিকের একটি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন রোগীর স্বজনরা। সঙ্গে ছিলেন হাজেরা খাতুনের স্বামী গোলাম রসুল, ছেলে গোলাম সোহরাব শিপলু ও মেয়ে বিথি খাতুন।

হাজেরা খাতুনকে ঢাকা নেওয়ার পথে মানিকগঞ্জ পার হওয়ার কিছুক্ষণ পরই তার মৃত্যু হয়। সেখান থেকে ওই অ্যাম্বুলেন্সে করেই মরদেহ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তারা। গত সোমবার ভোর ৬টার দিকে মানিকগঞ্জের গোলড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকার হাকিম স্টোরের সামনে পৌঁছালে সেখানে থাকা আকিজ টেক্সটাইল মিলসের শ্রমিক পরিবহন করা বাসের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কা লাগে। এতে দুমড়েমুচড়ে যায় অ্যাম্বুলেন্সটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গোলাম সোহরাব শিপলুর।

পরে স্থানীয় ও পুলিশের সহযোগিতায় মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে তিনজন ও দুজনকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে পাঠায়। মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে থাকা তিনজনকেই উন্নত চিকিৎসার জন্য পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরে গোলাম রসুল ও হেলপার শাহাবুল হোসেনের মৃত্যু হয়। এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বিথি খাতুন ও চালক সাইফুল ইসলাম।

এদিকে মরদেহ নিয়ে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের আরও দুজনের মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত গোলাম রসুল ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তার একমাত্র ছেলে নিহত গোলাম সোহরাব শিপলু স্কয়ার কোম্পানিতে চাকরি করতেন। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন ছোট মেয়ে বিথি খাতুন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মানিকগঞ্জ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রউফ বলেন, দুর্ঘটনার কবলে পড়া বাস এবং অ্যাম্বুলেন্স আটক করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করা হয়েছে।

সোমবার রাত ২টার দিকে নিহত হেলপার শাহাবুলের লাশ নিজবাড়িতে পৌঁছায়। এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন তার পরিবারের লোকজন। শাহাবুলের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গার জান্নাতুল মওলা কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে তার।

এদিকে মঙ্গলবার ভোরে লাশ বহনকারী গাড়ি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। একই পরিবারের তিনজনের জানাজা নামাজে শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। পরে মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে পারিবারিক কবস্থানে স্বামী-স্ত্রী ও ছেলেকে পাশাপাশি দাফন করা হয়।

অ্যাম্বুলেন্সের মালিক সাইদুর রহমান বলেন, রোববার রাতে অসুস্থ এক নারীকে আমার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে ঢাকা গিয়েছিল। যাওয়ার পথেই ওই নারীর মৃত্যু হয়। পরে মরদেহ নিয়ে ফেরার পথে সোমবার ভোর ৬টার দিকে মানিকগঞ্জের গোলড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাসের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কা লাগে। এতে আমার অ্যাম্বুলেন্সের হেলপার ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এছাড়া ওই রোগীর স্বামী ও ছেলের দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।চুয়াডাঙ্গা জান্নাতুল কবরস্হানে জানাজা শেষে বেদনা বিধুর পরিবেশে দাফন সম্পর্ন করা হয়।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে সরকারী গাছ কেটে তছরুপাত

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে জনগনের নিষেধের তোয়াক্কা না করে রাস্তার পাশে সরকারী গাছ কেটে তছরুপাত করার ঘটনা ঘটেছে।

রবিবার সকালে গাড়াবাড়ীয়া হলদে পাড়া মাঠের রাস্তার ঈদগাহ ময়দানের সামনে ৬ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে তছরুপাত করা হয়েছে। হলদে পাড়ার হীমু মিয়ার ছেলে ফারিজ মিয়া এই গাছগুলো কেটে তছরুপ করেছেন বলে জানা গেছে।

এবিষয়ে ফারিজ মিয়া জানান, এই রাস্তা আমার জমি দিয়ে। তাই এটা আমার গাছ। আমি কেটেছি এখানে কার সাথে কি অনুমতি নিতে হবে। । তিনি আমাদের বলেন আমার গাছ আমি কেটেছি এখানে তোমরা নাক গলিও না। আমার কে কি করবে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মেম্বার আবু হানিফ বলেন আমি এখনো দেখিনি তবে

কয়েকজন এসে বল্লেন যে জোর করে কাউকে না মেনে রাস্তার গাছ কেটেছেন। তবে আমি চাই যারা গাছ কেটেছেন তাদের কে আইনের আওতায় আনা হোক। এমন কাজের জন্য তীব্র নিন্দা জানিয়ে এর সঠিক বিচারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মুজিবনগরে সপ্তাহব্যাপী খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন

মুজিবনগরে শুভ বড়দিন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার বেলা ১২টার সময় মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর ফুটবল খেলার মাঠে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।প্যারিশ পুরোহিত (ইম্মানূয়েল চার্চ) রেভা.দীপক উজ্জল বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সপ্তাহব্যাপী আনন্দ মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন চার্চ অব বাংলাদেশ বিশপ অব কুষ্টিয়া ডায়োসিস রাইট রেভা: হেমেন হালদার।
অনুষ্ঠানে বিকাশ বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন , বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, খ্রিস্টীয় আনন্দ উৎসব কমিটির সম্পাদক মি: আলফ্রেড বিনিময় বিশ্বাস, মেলা কমিটির সম্পাদক মি: মনিন্দ্র মল্লিক প্রমুখ।। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে দেশাক্তবোধক গান ও রবিন্দ্র সংগীত এর তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করেন বল্লভপুর গ্রামের কিশোর কিশোরিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সব শেষে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং মশাল প্রজ্জলনের মাধ্যমে সভাপতি খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

মুজিবনগরে দুইদিন ব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

মুজিবনগরে দুইদিন ব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) লিংকন বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ফিতা কাটার মধ্যে দিয়ে এ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল,মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম।সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রবের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুনুর রশিদ।
৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে মোট ১৩ টি স্টল অংশ নেয়।

গাংনীতে অনুপ্রবেশকারি ও হাইব্রীডমুক্ত আওয়ামী লীগ গঠনে সংবাদ সম্মেলন

যারা মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবে বাঙ্গালী জাতি নিধনে অগ্নী সংযোগ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদি ন্যাক্কার জনক কাজে পাকিস্থানী বাহিনীকে নানা ভাবে সহায়তা করেছে, তারা আজ তাদের চেহারা পাল্টে স্বাধীনতার স্বপক্ষের দলে নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছে।

যখন দেখি ৭১ এর পরাজিত শক্তি রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি কিমিটর কুলাঙ্গার সন্তানদের গাড়িতে শহীদের রক্তে ভেজা পতাকা, যখন

দেখি রাজারকার পরিবারের সন্তানরা এ দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারি সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গুরুত্বপুর্ণ পদে আসিন হয়েছেন, তখন ৩০ লাখ শহীদের আত্মা আর্তনাদ করে।

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে রাজাকার ও অনুপ্রবেশকারি হাইব্রীড মুক্ত আওয়ামী লীগ গঠন বাস্তবায়ন পরিষদ নামের একটি সংগঠন।

শনিবার দুপুরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির আহবায়ক আঃ লতিফ এর সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রাজাকার ও অুপ্রবেশকারি হাইব্রীড মুক্ত আওয়ামী লীগ গঠন বাস্তবায়ন পরিষদের সদস্য সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেন। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে গাংনী উপজেলায় এই প্রথম আত্নপ্রকাশ করল সংগঠনটি।

সংগঠনটির দাবী স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি, অনুপ্রবেশকারি, হাইব্রীডদের সন্তানদের আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সহযোগী অংগসংগঠনের নেতৃত্ব বাতিল করতে হবে এবং মক্তিযুদ্ধের চেতনায় সংগঠন গড়ে তুলে স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এবং লালনকারি বাঙ্গালীকে পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াশিম সাজ্জাদ লিখন,উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, জেলা পরিষদেও সদস্য মজিরুল ইসলাম, পৌর কৃষকলীগের সভাপতি বদরূল আলম বুদু, সাবেক ছাত্রনেতা আমজাদ হোসেন,আব্দুল আলিম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে দূর্বার বন্ধু

এ্যাসোসিয়েশনের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ‘সাফদারপুর দূর্বার বন্ধু এ্যাসোসিয়েশন’ এর ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। “একটু সহযোগিতায় একটি সফলতা” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করা দূর্বার বন্ধু এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার সকালে সাফদারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি সাফদারপুর বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। পরে বিদ্যালয় ভবনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

সাফদারপুর মুনসুর আলী একাডেমীর সহঃকারি শিক্ষক মোঃ ইসরাঈল হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাফদারপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, সাফদাপুর এস.ডি.ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক খোরশেদ আলী, কোটচাঁদপুর ব্লাড ব্যাংকের সভাপতি শেখ মশিয়ার রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু বকর সিদ্দিক, সাফদারপুর দূর্বার বন্ধু এ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ফয়েজ আহমেদ রিয়ন, দূর্বার বন্ধু এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সবুজ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বেলাল হুসাইন (তনন) উপদেষ্টা মন্ডলির সদস্য মনিরুল ইসলাম জুয়েল প্রমূখ। অনুষ্ঠানে দূর্বার বন্ধু এ্যাসোসিয়েশনের সেচ্ছায় রক্ত প্রদান, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা, শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ সহ নানা সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে তুলে ধরা হয়। পরে প্রতিষ্ঠা বার্ষীকি উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

কোটচাঁদপুরে হাজী আমলানেছা ওয়াক্ফ এষ্টেটের কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জেঁকে বসেছে শীত। সেই সঙ্গে বইছে মৃদু শৈতপ্রবাহ। শীতের এই তীব্রতা প্রকট হওয়ার সাথে সাথে বাড়ছে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কষ্ট।

শীতের এই কষ্ট কিছুটা লাঘব করে ভালোবাসার উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে দরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে কোটচাঁদপুর হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াক্ফ এষ্টেটের পক্ষ থেকে এই কম্বল বিতরণ করা হয়।

পৌর এলাকার ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও হাফেজী মাদ্রাসার এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে এবং শহরের রেলষ্টেশন এলাকায় হতদরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন, ওয়াক্ফ এষ্টেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মোতাওয়াল্লী মোঃ ইমরান হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর যুবলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান বুলবুল, যুবলীগ নেতা ও বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী কাজী আব্দুস সামাদ। তীব্র শীতের মধ্যে কম্বল পেয়ে খুশিতে দুস্থ্য অসহায় হতদরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠে।